and thereafter until otherwise directed by the Court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody.]

২) পরোয়ানায় লিখিত নির্দেশে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকবে–
ক) জামিনদারের সংখ্যা;
খ) যে পরিমাণ অর্থের জন্য জামিনদারগণ এবং যে ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা প্রদান করা হয়েছে, সে ব্যক্তি যথাক্রমে দায়ী থাকবে এবং
গ) যে সময় তাকে আদালতে হাজির হতে হবে।
[The endorsement shall state-
(a) the number of sureties;
(b) the amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued, are to be respectively bound; and
(c) the time at which he is to attend before the Court.]

৩) মুচলেকা প্রেরণ করতে হবে [Recognizance to be forwarded] : এই ধারা অনুসারে যখন জামানত গ্রহণ করা হবে তখন যে অফিসারের উপর পরোয়ানা নির্দেশিত হয়েছে সেই অফিসার মুচলেকাটি আদালতে প্রেরণ করবেন।

ধারা ৭৭ : পরোয়ানা যার প্রতি নির্দেশিত হবে [Warrants to whom directed] : ১) গ্রেফতারি পরোয়ানা সাধারণত এক বা একাধিক পুলিশ অফিসারের উপর নির্দেশিত হবে এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত পরোয়ানা সর্বদাই তদ্রুপ নির্দেশিত হবে, তবে পরোয়ানা অবিলম্বে কার্যকর করার প্রয়োজন হলে এবং অবিলম্বে কোনো পুলিশ অফিসার পাওয়া না গেলে পরোয়ানা প্রদানকারী আদালত অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর উহা নির্দেশিত করতে পারেন এবং এরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তি উহা কার্যকর করবেন।

২) যখন কোনো পরোয়ানা একাধিক অফিসার বা ব্যক্তির উপর নির্দেশিত হয় তখন তাদের সকলে অথবা যেকোনো এক বা একাধিক অফিসার বা ব্যক্তির উপর নির্দেশিত হয় তখন তাদের সকলে অথবা যেকোনো এক বা একাধিক জন উহা কার্যকর করতে পারবেন।

ধারা ৭৮ : জোতদার প্রভৃতির নিকট পরোয়ানা প্রেরণ করা যেতে পারে [Warrant may be directed to landholders, etc.] : ১) কোনো পলাতক দণ্ডিত ব্যক্তি, অপরাধী বলে ঘোষিত ব্যক্তি অথবা জামিনের অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং পশ্চাদধাবন অবস্থায় পলাতক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট তার স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে কোনো জোতদার, কৃষক অথবা জমির ম্যানেজারের উপর পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিতে পারবেন ।

২) এরূপ জোতদার, কৃষক অথবা ম্যানেজার লিখিতভাবে পরোয়ানা প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং যাকে গ্রেফতারের জন্য উহা প্রদান করা হয়েছে, সে তার জমি বা খামার অথবা তার দায়িত্বের অধীন জমিতে থাকলে অথবা প্রবেশ করলে এই পরোয়ানা কার্যকর করবেন।

৩) যার বিরুদ্ধে এই পরোয়ানা প্রদান করা হয়েছে সে গ্রেফতার হলে পরোয়ানাসহ তাকে নিকটতম পুলিশ অফিসারের নিকট সমর্পণ করতে হবে এবং ৭৬ ধারা মোতাবেক জামানত গ্রহণ না করা হলে উক্ত পুলিশ অফিসার তাকে এই ব্যাপারে কোনো এখতিয়ারবান ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করার ব্যবস্থা করবেন।

ধারা ৭৯ : পুলিশ অফিসারের প্রতি নির্দেশিত পরোয়ানা [Warrant directed to police-officer] : কোনো পুলিশ অফিসারের উপর নির্দেশিত কোনো পরোয়ানা অন্য কোনো পুলিশ অফিসারের দ্বারাও কার্যকর হতে পারে যদি নির্দেশ প্রদানকারী অফিসার তাদের নাম পরোয়ানার উপর পৃষ্ঠাঙ্কন করেন।

ধারা ৮০ : পরোয়ানার সারমর্মের প্রজ্ঞাপণ [Notification of substance of warrant] : গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করছেন এমন কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো ব্যক্তি, যাকে গ্রেফতার করা হবে তাকে পরোয়ানার সারমর্ম জানাবেন এবং প্রয়োজন হলে তাকে পরোয়ানাটি দেখাবেন।

ধারা ৮১ : গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতে হাজির করতে হবে [Person arrested to be brought before Court without delay] : গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করছেন এমন পুলিশ অফিসার অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি (জামিন সম্পর্কে ৭৬ ধারার বিধান সাপেক্ষে) অনাবশ্যক বিলম্ব ছাড়াই গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে সেই আদালতে হাজির করাবেন যেখানে হাজির করা তার আইনত প্রয়োজন ।

ধারা ৮২ : পরোয়ানা যেখানে কার্যকর করা যাবে [Where warrant may be executed] : গ্রেফতারি পরোয়ানা বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে কার্যকর করা যাবে।

ধারা ৮৩ : অধিক্ষেত্রের বাইরে কার্যকর করার জন্য প্রেরিত পরোয়ানা [Warrant forwarded for execution outside jurisdiction] : ১) যখন কোনো পরোয়ানা প্রদানকারী আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার বাইরে কার্যকর করার প্রয়োজন হয়, তখন উক্ত আদালত পরোয়ানাটি কোনো পুলিশ অফিসারের উপর নির্দেশিত না করে যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট অথবা মহানগর এলাকায় পুলিশ কমিশনার এর এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে তা কার্যকর করতে হবে; ডাকযোগে অথবা অন্য কোনো উপায়ে তাদের নিকট প্রেরণ করবেন। [When a warrant is to be executed outside the local limits of the jurisdiction of the Court issuing the same, such Court may, instead of directing such warrant to a police-officer, forward the same by post or otherwise to any Executive Magistrate or District Superintendent of police or, the Police Commissioner in a Metropolitan Areawithin the local limits of whose jurisdiction it is to be executed.]

২) ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট অথবা পুলিশ কমিশনারের নিকট এভাবে প্রেরিত পরোয়ানার ওপর তিনি তার নাম পৃষ্ঠাঙ্কন করবেন এবং সম্ভব হলে ইতোপূর্বে বর্ণিত উপায়ে নিজের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্য উহা কার্যকর করার ব্যবস্থা করবেন। [The Magistrate or District Superintendent or Police Commissioner to whom such warrant is so forwarded shall endorse his name thereon and, if practicable, cause it to be executed in manner hereinbefore provided within the local limits of his jurisdiction.]

ধারা ৮৪ : অধিক্ষেত্রের বাইরে কার্যকর করার জন্য পুলিশ অফিসারের প্রতি নির্দেশিত পরোয়ানা [Warrant directed to police-officer for execution outside jurisdiction] : ১) যখন কোনো পুলিশ অফিসারের প্রতি নির্দেশিত পরোয়ানা প্রদানকারী আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার বাইরে কার্যকর করতে হবে; তখন উক্ত পুলিশ অফিসার সাধারণত একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিম্নপদের নয় এমন পুলিশ অফিসারের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে তা কার্যকর করতে হবে, তার নিকট উহার পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য নিয়ে যাবেন।

২) এরূপ ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসার পরোয়ানার উপর নিজের নাম সহি করবেন এবং যে পুলিশ অফিসারের উহা উক্ত সীমার মধ্যে কার্যকর করার নির্দেশ দিবেন, তার নিকট উক্ত পৃষ্ঠাঙ্কন পর্যাপ্ত কর্তৃত্ব বলে পরিগণিত হবে এবং প্রয়োজন হলে স্থানীয় পুলিশ পরোয়ানাটি কার্যকর করার ব্যাপারে উক্ত অফিসারকে সাহায্য করবেন।

৩) যখন এই আশঙ্কা করার কারণ ঘটে যে, যে ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসারের স্থানীয় সীমার মধ্যে পরোয়ানা কার্যকর করতে হবে তার পৃষ্ঠাঙ্কন প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটিতে পারে এবং উহার ফলে কার্যকরীকরণ ব্যাহত হতে পারে, তখন যে পুলিশ অফিসারের উপর পরোয়ানাটি নির্দেশিত হয়েছে তিনি উক্ত পৃষ্ঠাঙ্কন ছাড়াই তা জারিকারী আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার বাইরে কোনো স্থানে কার্যকর করতে পারবেন।

ধারা ৮৫ : যার বিরুদ্ধে পরোয়ানা ইস্যু করা হয়েছে তাকে গ্রেফতারের পদ্ধতি [Procedure on arrest of person against whom warrant issued] : এক জেলা হতে ইস্যুকৃত পরোয়ানা যখন উহার বাইরে কার্যকর হয়, তখন পরোয়ানা প্রদানকারী আদালত গ্রেফতারের স্থান হতে কুড়ি মাইলের মধ্যে না হলে অথবা যার স্থানীয় সীমার মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে সেই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট অথবা মহানগর এলাকায় পুলিশ কমিশনারের স্থান হতে নিকটতর না হলে অথবা ৭৬ ধারা মোতাবেক জামানত গ্রহণ করা না হলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ কমিশনার অথবা জেলা সুপারিন্টেডেন্টের নিকট হাজির করতে হবে।

ধারা ৮৬ : গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করলে তখনকার পদ্ধতি [Procedure by Magistrate before whom person arrested is brought] : ১) পরোয়ানা প্রদানকারী আদালত যে ব্যক্তিকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি বলে প্রতীয়মান হলে উক্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট অথবা পুলিশ কমিশনার তাকে উক্ত আদালতে হেফাজতাধীনে প্রেরণ করতে নির্দেশ দিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, অপরাধ যদি জামিনযোগ্য হয় এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি যদি উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা সুপারিন্টেনডেন্ট অথবা পুলিশ কমিশনারের সন্তুষ্টি বিধান করে জামিন দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক থাকে, অথবা পরোয়ানার উপর যদি ৭৬ ধারা মোতাবেক কোনো নির্দেশ লিখিত থাকে এবং উক্ত ব্যক্তি নির্দেশ মোতাবেক জামানত দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক থাকে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট অথবা পুলিশ কমিশনার উক্ত জামিন অথবা জামানত গ্রহণ করবেন এবং মুচলেকাটি পরোয়ানা প্রদানকারী আদালতে প্রেরণ করবেন।

আরো শর্ত থাকে যে, যদি অপরাধটি জামিন অযোগ্য হয় অথবা ধারা ৭৬ এর অধীন পরোয়ানাতে কোনো নির্দেশনা দেওয়া না থাকে, তাহলে দায়রা জজ, অথবা মহানগর দায়রা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা এতদ্বিষয়ে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, যার স্থানীয় এখতিয়ারের ভেতর উক্ত ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছে, উক্ত ব্যক্তিকে ধারা ৪৯৭ এর বিধান সাপেক্ষে এবং কারণ লিখিতভাবে নথিভুক্তকরণ সাপেক্ষে উক্ত বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, সেরূপ বন্ড বা নিরাপত্তা জামানত গ্রহণপূর্বক অন্তবরর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করতে পারবেন এবং উক্ত জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে আদালত পরোয়ানা ইস্যু তৎসহ বন্ড অগ্রবর্তী করেছে সেই আদালত নির্ধারিত তারিখে হাজির হবার নির্দেশ দিতে পারবেন।

২) এই ধারার কোনো বিধান কোনো পুলিশ অফিসাকে ৭৬ ধারা মোতাবেক জামানত গ্রহণ করা হতে বিরত করে বলে মনে করা যাবে না।

হুলিয়া ও ক্রোক : ৮৭, ৮৮ এবং ৮৯ ধারা

এবার হুলিয়া ও ক্রোক। ৮৭, ৮৮ ও ৮৯ – এই তিনটি ধারা নিয়ে এটি গঠিত। তিনটি ধারাতে থাকা অনেক অনেক তথ্য আসলে খানিকটা গল্পের মতো করে পড়লে সহজ হয়ে যায়। হুলিয়া ও ক্রোক শিরোনামে থাকা এই ধারণাটি ৩৩৯খ ধারায় বর্ণিত 'আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার' ধারণাটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আসামিকে কোনোভাবেই হাজির না করা গেলে আসামির অনুপস্থিতিতেই বিচারকাজ অনুষ্ঠিত করা যাবে – ৩৩৯খ ধারার মূল বক্তব্য এটিই। কিন্তু, তারও আগে হুলিয়া ও ক্রোকের প্রক্রিয়া সারতে হবে। কোনো আসামিকে হাজির করতে বাধ্য করার প্রক্রিয়া হিসেবে বস্তুতপক্ষে হুলিয়া ও ক্রোকের প্রক্রিয়াটিই শেষ পদক্ষেপ হিসেবে নিতে হয়। এখানে থাকা ধারা তিনটির প্রত্যেকটি উপধারাই অসংখ্য তথ্যে ভরপুর। মনোযোগ দিয়ে এর সারসংক্ষেপ করবেন ও প্রক্রিয়াটি মনে রাখবেন। ধারা তিনটির গুরুত্ব বিবেচনায় পুরো ইংরেজি অংশটুকুও তুলে দেওয়া থাকলো এই অংশে। রিভিশন বুকের ৬১ নং পৃষ্ঠায় থাকা সারসংক্ষেপ মিলিয়ে নেবেন অবশ্যই।

গ. হুলিয়া ও ক্রোক [Proclamation and Attachment]

ধারা ৮৭ : পলাতক ব্যক্তির জন্য হুলিয়া [Proclamation for person absconding] : ১) যদি কোনো আদালতের এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে (সাক্ষ্য গ্রহণ করার পরে অথবা পূর্বে) যে, উক্ত আদালত **যার বিরুদ্ধে পরোয়ানা প্রদান করেছেন সেই ব্যক্তি পলাতক হয়েছে অথবা পরোয়ানা কার্যকর না হতে পারে সেজন্য আত্মগোপন করেছে,** তাহলে উক্ত আদালত তাকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং **হুলিয়া জারির তারিখ হতে ত্রিশ দিনের কম নয়,** এমন নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হবার নির্দেশ দিয়ে একটি লিখিত হুলিয়া জারি করতে পারবেন। [If any Court has reason to believe (whether after taking evidence or not) that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such Court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than thirty days from the date of publishing such proclamation.]

২) হুলিয়া নিম্নলিখিতভাবে জারি করতে হবে–

ক) উক্ত ব্যক্তি সাধারণত যেখানে বাস করে সেই শহরে অথবা গ্রামের প্রকাশ্য স্থানে উহা প্রকাশ্যভাবে পাঠ করতে হবে;
খ) উক্ত ব্যক্তি সাধারণত যেখানে বাস করে, সেই বাড়ি অথবা বস্তু অথবা শহর অথবা গ্রামের প্রকাশ্য স্থানে উহা ঝুলিয়ে দিতে হবে; এবং
গ) উহার একটি কপি আদালত ভবনের প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

[The proclamation shall be published as follows:-
(a) it shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides;
(b) it shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides or to some conspicuous place of such town or village; and
(c) a copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the Court-house.]

৩) হুলিয়া প্রদানকারী আদালত যদি এই মর্মে একটি লিখিত বিবৃতি দেন যে, হুলিয়া একটি নির্দিষ্ট দিনে যথাযথভাবে জারি হয়েছে তাহলে উহা চূড়ান্ত সাক্ষ্য হবে যে, এই ধারার নির্দেশ সম্বলিত হিসেবে এবং উক্ত দিনে হুলিয়া প্রকাশিত হয়েছে। [A statement in writing by the Court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with, and that the proclamation was published on such day.]

ধারা ৮৮ : পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক [Attachment of property of person absconding] : ১) ৮৭ ধারা অনুসারে হুলিয়া প্রদানকারী আদালত যেকোনো সময়ই **হুলিয়াধীন ব্যক্তির অস্থাবর বা স্থাবর উভয় প্রকারের যেকোনো সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ দিতে পারবেন।** [The Court issuing a proclamation under section 87 may at any time order the attachment of any property, movable or immovable, or both, belonging to the proclaimed person.]

২) এরূপ আদেশ দ্বারা যে জেলায় আদেশ দেওয়া হবে সেই জেলার মধ্যে অবস্থিত উক্ত ব্যক্তির যেকোনো সম্পত্তি ক্রোক করা যাবে এবং উক্ত জেলার বাইরে অন্য কোনো জেলার উক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি থাকলে তথাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন মজিস্ট্রেটের পৃষ্ঠাঙ্কন দ্বারা একই আদেশে ক্রোক করা যাবে। [Such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the local area in which it is made; and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such local area when endorsed by the District Magistrate, Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate within whose local area such property is situate.]

৩) যে সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তার ঋণ অথবা অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি হলে **এই ধারা মোতাবেক তা নিম্নলিখিতভাবে ক্রোক করতে হবে–** [If the property ordered to be attached is a debt or other movable property, the attachment under this section shall be made-]

ক) আটক করে; অথবা
খ) রিসিভার নিয়োগ করে; অথবা
গ) লিখিত আদেশ দ্বারা হুলিয়াধীন ব্যক্তিকে অথবা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি প্রদান নিষিদ্ধ করে; অথবা
ঘ) আদালতের ইচ্ছানুসারে এরূপ সমস্ত ব্যবস্থা অথবা যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

[(a) by seizure; or
(b) by the appointment of a receiver; or
(c) by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to any one on his behalf; or
(d) by all or any two of such methods, as the Court thinks fit.]

৪) ক্রোকের আদেশকৃত সম্পত্তি স্থাবর হলে এবং এই ধারার অধীন সরকারকে রাজস্ব প্রদানকারী জমি হলে যে জেলায় অবস্থিত **সেই জেলার কালেক্টরের মারফত ক্রোক করতে হবে** এবং অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে নিম্নলিখিতভাবে ক্রোক করতে হবে– [If the property ordered to be attached is immovable, the attachment under this section shall, in the case of land paying revenue to the Government, be made through the Collector of the district in which the land is situate, and in all other cases-]

ক) দখল নিয়ে; অথবা
খ) রিসিভার নিয়োগ করে;
গ) লিখিত আদেশ দ্বারা হুলিয়াধীন ব্যক্তি অথবা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে খাজনা প্রদান করে অথবা সম্পত্তি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে; অথবা
ঘ) আদালতের ইচ্ছানুসারে এরূপ সমস্ত ব্যবস্থা অথবা যেকোনো দুইটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

[(e) by taking possession; or
(f) by the appointment of a receiver; or
(g) by an order in writing prohibiting the payment of rent or delivery of property to the proclaimed person or to any one on his behalf; or
(h) by all or any two of such methods, as the Court thinks fit.]

৫) ক্রোকের আদেশকৃত সম্পত্তি প্রাণীসম্পদ বা পচনশীল ধরণের হলে আদালত **প্রয়োজন মনে করলে অবিলম্বে উহা বিক্রয় করার আদেশ দিতে পারবেন** এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদালতের আদেশানুসারে ব্যবহৃত হবে। [If the property ordered to be attached consists of live-stock or is of a perishable nature, the Court may, if it thinks it expedient, order immediate sale thereof, and in such case the proceeds of the sale shall abide the order of the Court.]

৬) এই ধারার অধীন **নিযুক্ত রিসিভারের ক্ষমতা কর্তব্য ও দায়িত্ব ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির প্রথম তফসিলের ৪০ আদেশ অনুসারে নিযুক্ত রিসিভারের ক্ষমতা কর্তব্য ও দায়িত্বের অনুরূপ হবে**। [The powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of a receiver appointed under Order XL of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908.]

৬ক) এই ধারা অনুসারে **ক্রোকের তারিখ হতে ছয়মাসের মধ্যে** হুলিয়াধীন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি যদি বাড়িতে ক্রোককৃত কোনো সম্পত্তি দাবি করে অথবা ক্রোকের বিরুদ্ধে এরূপ দাবি উথাপন করে যে উক্ত সম্পত্তিতে তার স্বত্ব আছে এবং উক্ত স্বত্ব এই ধারা অনুসারে ক্রোকযোগ্য নয় তাহলে অনুরূপ দাবি বা আপত্তি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে এবং তা সম্পূর্ণ বা আংশিক মেনে নেওয়া বা অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। [If any claim is preferred to, or objection made to the attachment of, any property attached under this section within six months from the date of such attachment, by any person other than the proclaimed person, on the ground that the claimant or objector has an interest in such property, and that such interest is not liable to attachment under this section, the claim or objection shall be inquired into, and may be allowed or disallowed in whole or in part:]

তবে শর্ত এই যে, এই উপধারায় বর্ণিত সময়ের মধ্যে কোনো দাবি বা আপত্তি করা হয়ে থাকলে দাবি বা আপত্তিকারীর মৃত্যুর পর তাদের আইনসঙ্গত প্রতিনিধি উক্ত দাবি বা আপত্তি পরিচালনা করতে পারবেন। [Provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this sub-section may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative.]

৬খ) যে আদালত ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন (৬ক) উপধারা অনুসারে দাবি বা আপত্তি সেই আদালতে করতে হবে এবং (২) উপধারা অনুসারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত আদেশক্রমে ক্রোককৃত সম্পত্তির দাবি বা আপত্তি উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে করতে হবে। [Claims or objections under sub-section (6A) may be preferred or made in the Court by which the order of attachment is issued or, if the claim or objection is in respect of property attached under an order endorsed by a District Magistrate, Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate in accordance with the provisions of sub-section (2), in the Court of such Magistrate.]

৬গ) হুলিয়াধীন প্রত্যেকটি দাবি বা আপত্তি যে আদালতে করা হয়েছে সেই বিষয়ে তদন্ত করবেন। [Every such claim or objection shall be inquired into by the Court in which it is preferred or made:]

তবে শর্ত এই যে, দাবি বা আপত্তি চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে করা হয়ে থাকলে তিনি উহা নিষ্পত্তির জন্য তার অধীনস্থ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের উপর অর্পণ করতে পারবেন। [Provided that, if it is preferred or made in the Court of a Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate such Magistrate may make it over for disposal to any Magistrate or to any Metropolitan Magistrate, as the case may be subordinate to him.]

৬ঘ) যার দাবি বা আপত্তি (৬ক) উপধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিক অগ্রাহ্য করা হয়েছে তিনি বিরোধীয় সম্পত্তিতে তার দাবিকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত আদেশের তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে মামলা দায়ের করতে পারবেন কিন্তু এই মামলার ফলাফলের শর্তে উক্ত আদেশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। [Any person whose claim or objection has been disallowed in whole or in part by an order under sub-section (6A) may, within a period of one year from the date of such order, institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute; but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive.]

৬ঙ) হুলিয়াধীন ব্যক্তি যদি হুলিয়ায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে হাজির হয় তাহলে আদালত আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ক্রোক হতে মুক্ত করে দিবেন।

৭) হুলিয়াধীন ব্যক্তি যদি হুলিয়াকে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে হাজির না হয় তাহলে ক্রোককৃত সম্পত্তি সরকারের হেফাজতভুক্ত হবে কিন্তু সম্পত্তি যদি দ্রুত ও স্বাভাবিকভাবে ধ্বংসশীল হয় অথবা আদালত যদি মনে করেন যে মালিকের পক্ষে বিক্রয় করা লাভজনক হবে তাহলে আদালত যখন উপযুক্ত মনে করবেন তখন উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন। [If the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation, the property under attachment shall be at the disposal of the Government, but it shall not be sold until the expiration of six months from the date of the attachment and until any claim preferred or objection made under sub-section (6A) has been disposed of under that sub-section, unless it is subject to speedy and natural decay, or the Court considers that the sale would be for the benefit of the owner, in either of which cases the Court may cause it to be sold whenever it thinks fit.]

ধারা ৮৯ : ক্রোকী সম্পত্তি পুনরুদ্ধার [Restoration of attached property] : যার সম্পত্তি ৮৮ ধারার (৭) উপধারার অধীন সরকারের হেফাজতভুক্ত রয়েছে বা হয়েছে সে যদি ক্রোকের তারিখ হতে দুই বছরের মধ্যে যে আদালতের আদেশে সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছিল সেই আদালতের বা এই আদালত যে আদালতের অধীন সেই আদালতে ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির হয় বা তাকে গ্রেফতার করে হাজির করা হয় এবং এই মর্মে প্রমাণ করে উক্ত আদালতের সন্তুষ্টি বিধান করে যে সে পলাতক ছিলো না বা পরোয়ানা কার্যকরীকরণ এড়াবার জন্য যে আত্মগোপন করেনি এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাজির হবার জন্য সে হুলিয়ার নোটিশ পায় নাই, তাহলে ক্রোক সম্পর্কিত সমস্ত খরচ কেটে নিয়ে উক্ত সম্পত্তি বা তা বিক্রয় করা হয়ে থাকলে নীট মূল্য অথবা আংশিকভাবে বিক্রয় করা হয়ে থাকলে নীট মূল্য ও আংশিক সম্পত্তি তাকে প্রদান করতে হবে। [If, within two years from the date of the attachment any person whose property is or has been at the disposal of the Government, under sub-section (7) of section 88, appears voluntarily or is apprehended and brought before the Court by whose order the property was attached, or the Court to which such Court is subordinate, and proves to the satisfaction of such Court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant, and that he had not such notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein, such property, or, if the same has been sold, the nett proceeds of the sale, or, if part only thereof has been sold, the nett proceeds of the sale and the residue of the property, shall, after satisfying thereout all costs incurred in consequence of the attachment, be delivered to him.]

পরোয়ানা সংক্রান্তে বিশেষ নিয়ম : ৯০-৯৩গ ধারা

এবারে, এই অংশের ঘ অংশের উপশিরোনামে থাকা ৯০ থেকে ৯৩ ধারাসমূহ এবং আরেকটি অংশ, ঙ অংশ – ৯৩ক থেকে ৯৩গ অংশের বিধানসমূহ। এগুলো কৌতুহলবশত পড়ে রাখতে পারেন। বিশেষ জরুরি নয় এগুলো।

ঘ. পরোয়ানা সম্পর্কিত [Other Rules regarding Processes]

ধারা ৯০ : সমনের পরিবর্তে বা সমনের অতিরিক্ত পরোয়ানা জারি : যেক্ষেত্রে আদালত এই বিধির দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে হাজির হবার জন্য সমন ইস্যু করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেক্ষেত্রে লিখিত কারণ লিপিবদ্ধ করে তার গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা ইস্যু করতে পারবেন।

ক) সমন ইস্যু করার পূর্বে অথবা পরে, কিন্তু হাজির হবার জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আদালতের যদি এরূপ বিশ্বাস

করার কারণ ঘটে যে, সে পলায়ন করেছে বা সে সমন মান্য করবে না; অথবা

খ) সে যদি উক্ত সমন অনুসারে হাজির হতে ব্যর্থ হয় এবং তার হাজির হবার জন্য সমন সময়মতো যথারীতি জারি হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় এবং তার ব্যর্থতার জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করা না হয়।

ধারা ৯১ : হাজির হবার জন্য মুচলেকা গ্রহণ করার ক্ষমতা : কোনো ব্যক্তির হাজির হবার বা গ্রেফতার করার জন্য কোনো আদালতের প্রিজাইডিং অফিসার সমন বা পরোয়ানা প্রদান করতে ক্ষমতাবান থাকলে এবং সেই ব্যক্তি উক্ত আদালতে হাজির থাকলে, উক্ত অফিসার তাকে উক্ত আদালতে হাজির হবার জন্য জামিনদারসহ বা জামিনদার ব্যতীত মুচলেকা সম্পাদনে বাধ্য করতে পারবেন।

ধারা ৯২ : হাজির হবার জন্য মুচলেকা লঙ্ঘন করার শাস্তি : যখন কোনো ব্যক্তি কোনো আদালতে হাজির হবার জন্য এই কার্যবিধি অনুসারে গৃহীত মুচলেকা দ্বারা বাধ্য থাকা সত্ত্বেও হাজির হয় না, তখন উক্ত আদালতের প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তার সম্মুখে হাজির করার নির্দেশ দিয়ে পরোয়ানা প্রদান করতে পারবেন।

ধারা ৯৩ : এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ সার্বিকভাবে সমন ও গ্রেফতারি পরোয়ানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য : সমন ও পরোয়ানা এবং উহা প্রদান, জারি ও কার্যকরীকরণ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে যে বিধানাবলী বর্ণিত হলো তা যথাসম্ভব এই কার্যবিধির অধীন প্রদত্ত প্রত্যেকটি সমন ও প্রত্যেকটি গ্রেফতারি পরোয়ানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ঙ. পরোয়ানা সম্পর্কিত বিশেষ নিয়মাবলী [Special Rules regarding processes issued for service or execution]

ধারা ৯৩ক : বাংলাদেশের বাইরে জারি করার জন্য সমন প্রেরণ : ১) বাংলাদেশের কোনো আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সমন বাংলাদেশের বাইরে কোনো স্থানে সরকারের কর্তৃত্ব দ্বারা বাংলাদেশের কোনো অংশে প্রতিষ্ঠিত অথবা বহাল কোনো আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর জারি করতে চাইলে প্রদানকারী আদালত জারি করার জন্য উক্ত সমনের দুই প্রস্থ ডাক যোগে বা অন্য কোনো উপায়ে উক্ত আদালতের প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন।

এই ধারার অধীন প্রেরিত সমনের ক্ষেত্রে ৭৪ ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে, যেন যে আদালতের নিকট ইহা প্রেরিত হয়েছে উহার প্রিজাইডিং অফিসার বাংলাদেশেরই একজন ম্যাজিস্ট্রেট।

ধারা ৯৩খ : বাংলাদেশের বাইরে জারি করার জন্য সমন প্রেরণ: এই কার্যবিধির ৮২ ধারায় যাই থাকুক না কেন বাংলাদেশের কোনো আদালত কর্তৃক কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য কোনো পরোয়ানা বাংলাদেশের বাইরে কোনো স্থানে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের কোনো আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কার্যকর করার প্রয়োজন হলে, প্রদানকারী আদালত উক্ত পরোয়ানা কার্যকর করার জন্য ডাকযোগে বা অন্য কোনো উপায়ে উক্ত আদালতের প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন।

ধারা ৯৩গ : বাংলাদেশের বাইরে হতে প্রাপ্ত পরোয়ানা বাংলাদেশে জারি ও কার্যকরকরণ : ১) যখন কোনো আদালত কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে জারি কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশের বাইরে সরকারের কর্তৃত্ব দ্বারা বাংলাদেশের কোনো অংশে প্রতিনিধি বা বহাল কোনো আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সমন বা পরোয়ান প্রাপ্ত হন, তখন উক্ত আদালত নিজস্ব এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে জারি বা কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশের কোনো আদালতের নিকট হতে প্রাপ্ত সমন বা পরোয়ানার ন্যায় উহা জারি বা কার্যকর করাবেন।

২) যেক্ষেত্রে কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা ঐভাবে কার্যকর হয়েছে সেক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি সম্পর্কে যথাসম্ভব ৮৫ এবং ৮৬ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তল্লাশি, দলিল হাজির ইত্যাদি প্রসঙ্গ :: ৯৪-১০৫ ধারা

এরপরে ৭ নং অধ্যায়ে দলিলপত্র বা অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি আদালতে হাজির করা এবং বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে বাধ্য করা প্রসঙ্গ এবং তল্লাশি সংক্রান্ত সাধারণ বিধানসমূহ ধারা ৯৪ থেকে ১০৫ পর্যন্ত ধারাসমূহে বর্ণিত আছে।

বিচারকাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য অনেক সময় দলিলপত্র, বা বিভিন্ন ডকুমেন্ট বা অস্থাবর সম্পত্তি, আলামত ইত্যাদি দেখার প্রয়োজন হতে পারে, বা সেগুলো কোথাও থেকে উদ্ধার করার প্রয়োজন হতে পারে; সেজন্য তল্লাশির প্রয়োজন পড়তে পারে। এই প্রয়োজনগুলো আইনসম্মতভাবে সম্পন্ন করার জন্যই এই ধারাগুলোর উদ্ভব। এই সপ্তম অধ্যায়েরও উপশিরোনামভিত্তিক ধারাগুলো বিন্যস্ত আছে। সেগুলো দেখে নিন শুরুতেই।

ক্র.	বিষয়বস্তু / শিরোনাম	ধারাসমূহ
ক.	হাজির করার জন্য সমন [Summons]	৯৪-৯৫
খ.	তল্লাশি পরোয়ানা [Search-warrants]	৯৬-৯৯ছ
গ.	বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তির জন্য তল্লাশি [Discovery of Persons Wrongfully Confined]	১০০
ঘ.	তল্লাশি সম্পর্কে সাধারণ বিধানসমূহ [General Provisions Relating to Searches]	১০১-১০৩
ঙ.	বিবিধ [Miscellaneous]	১০৪-১০৫

দলিল অথবা অন্যান্য জিনিস হাজির করার জন্য **সমন জারির মূল ধারাটি হলো ৯৪ ধারা। আর কখন এরূপ ক্ষেত্রে তল্লাশি পরোয়ানা জারি করা যাবে এটি ৯৬ ধারায় বলা আছে।** ৯৬ ধারাটি সার্চ ওয়ারেন্টের ধারা হিসেবে পরিচিত। খ অংশের মূল শিরোনামই হলো – সার্চ ওয়ারেন্ট। ৯৬ ধারায় শুরু হয়ে এর বিস্তৃতি ৯৯ছ পর্যন্ত। পড়তে ক্লান্তি লাগলেও বেছে বেছে অন্ততপক্ষে ৯৬, ৯৮, ৯৯ক এবং ৯৯খ – এই চারটি ধারা বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।

অন্যদিকে, গ অংশে থাকা একমাত্র ধারা ১০০। বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তির জন্য তল্লাশি পরোয়ানা সংক্রান্ত বিধান। খুবই জরুরি একটি ধারা। ঘ অংশে তল্লাশির সাধারণ বিধান সংক্রান্তে ১০২ ও ১০৩ ধারা জেনে রাখা বাধ্যতামূলক। ১০২ ও ১০৩ ধারার সাথে ১৬৫ ও ১৬৬ ধারা দুইটি মিলিয়ে পড়বেন; নানাবিধ কাজে দেবে। কিন্তু, এই চারটি ধারারও আগে ৯৪ ধারার ডিটেইলটা সবার আগে মনে রাখতে হবে। নিচে ধারাগুলো দেওয়া থাকলো।

সপ্তম অধ্যায়

দলিলাদি ও অস্থাবর সম্পত্তি উপস্থাপন এবং ব্যক্তি খুঁজে বের করতে বাধ্য করার পদ্ধতি [Of processes to compel the production of documents and other movable property, and for the discovery of persons wronfully confined]

ক. দলিলাদি হাজিরের জন্য সমন [Summons to produce]

ধারা ৯৪ : দলিল অথবা অন্যান্য জিনিস হাজির করার সমন [Summons to produce document or other thing] : ১) যখন কোনো আদালত বা কোনো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই কার্যবিধির অধীন কোনো তদন্ত, অনুসন্ধান, বিচার বা অন্য কোনো প্রসিডিং চলাকালে মনে করেন যে, উক্ত কার্যের জন্য কোনো দলিল বা কোনো জিনিস প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় তখন উক্ত আদালত বা অফিসার সমন বা লিখিত আদেশ দ্বারা যে ব্যক্তির নিকট দলিল বা বস্তু রয়েছে বলে অনুমিত হয়, **তাকে সমন বা আদেশে লিখিত সময়ে ও স্থানে হাজির হতে এবং উহা হাজির করতে অথবা উহা দাখিল করতে নির্দেশ দিতে পারবেন।** [Whenever any Court, or any officer in charge of a police-station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Code by or before such Court or officer, such Court may issue a summons, or such officer a written order, to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it, or to produce it, at the time and place stated in the summons or order:]

তবে শর্ত এই যে, এরূপ কোনো অফিসার Bankers' Books Evidence Act, ১৮৯১ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো ব্যাংক বা ব্যাংকারের হেফাজতে রক্ষিত কোনো দলিল বা অন্য কোনো বস্তু যা কোনো ব্যক্তির ব্যাংকের হিসাব সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রদান করতে পারে তা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ছাড়া দাখিল করার কোনো আদেশ দিবেন না, যথা- [Provided that no such officer shall issue any such order requiring the production of any document or other thing which is in the custody of a bank or banker as defined in the Bankers' Books Evidence Act, 1891 (Act No. XVIII of 1891), and relates, or might disclose any information which relates, to the bank account of any person except,-]

ক) দায়রা জজের লিখিত পূর্বানুমতি নিয়ে দণ্ডবিধির ৪০৩, ৪০৬, ৪০৮ এবং ৪০৯ ধারা এবং ৪২১ ধারা হতে ৪২৪ ধারা (উভয়ই অন্তর্ভুক্ত) এবং ৪৬৫ ধারা হতে ৪৭৭ ক ধারা উভয় অন্তর্ভুক্ত) অধীন কোনো অপরাধে তদন্তের জন্য; এবং
খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের পূর্বানুমতি নিয়ে;
[(a) for the purpose of investigating an offence under sections 403, 406, 408 and 409 and sections 421 to 424 (both inclusive) and sections 465 to 477A (both inclusive) of the Penal Code, with the prior permission in writing of a Sessions Judge; and
(b) in other cases, with the prior permission in writing of the High Court Division.]

২) এই ধারার অধীন যাকে কেবলমাত্র কোনো দলিল বা অন্য কোনো বস্তু হাজির করতে বলা হয়েছে, তিনি উহা হাজির করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না হয়ে উক্ত বস্তু বা দলিল দাখিল করার ব্যবস্থা করলে তিনি নির্দেশ পালন করছেন বলে মনে করতে হবে। [Any person required under this section merely to produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same.]

৩) এই ধারার কোনো বিধান ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারাকে প্রভাবিত করবে না অথবা ডাক বা টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষের হেফাজতে কোনো পত্র পোস্টকার্ড, টেলিগ্রাম ও অন্যান্য দলিল বা কোনো পার্সেল বা বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। [Nothing in this section shall be deemed to affect the Evidence Act, 1872, sections 123 and 124, or to apply to a letter, postcard, telegram or other document or any parcel or thing in the custody of the Postal or Telegraph authorities.]

ধারা ৯৫ : চিঠি এবং টেলিগ্রাম সম্পর্কিত পদ্ধতি [Procedure as to letters and telegrams] : ১) কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা আদালতের মতে

ঐরূপ হেফাজতের কোনো দলিল, পার্সেল অথবা বস্তু এই কার্যবিধির অধীন পরিচালিত কোনো তদন্ত, অনুসন্ধান বিচার বা প্রসিডিং এর উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে, কর্তৃপক্ষকে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত ডাক বা টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট এরূপ দলিল পার্সেল বা বস্তু অর্পণ করতে বলতে পারবেন।

২) অন্য কোনো নির্বাহী বা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার বা জেলা পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট এই মতে এরূপ কোনো দলিল, পার্সেল বা বস্তু এরূপ কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে তিনি উক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের নির্দেশ সাপেক্ষে ক্ষেত্রমতে ডাক বা টেলিগ্রাফ বিভাগের দ্বারা তল্লাশি পরিচালনা করার ও উক্ত দলিল, পার্সেল বা ব্যক্তি আটক করার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

খ. তল্লাশি পরোয়ানা [Search-warrants]

ধারা ৯৬ : যখন তল্লাশি পরোয়ানা ইস্যু করা যাবে [When search-warrant may be issued] : ১) যখন কোনো আদালতের বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, যে ব্যক্তির উপর ৯৪ ধারার অধীন কোনো সমন অথবা আদেশ অথবা ৯৫ ধারার (১) উপ-ধারার অধীন কোনো সমন জারি করা হয়েছে বা হতে পারে, সেই ব্যক্তি সমন বা রিকুইজশনে বর্ণিত দলিল বা বস্তু দাখিল করবে না,

অথবা যখন এরূপ দলিল বা বস্তু কোনো ব্যক্তির দখলে আছে বলে আদালতের জানা নাই,
অথবা যখন আদালত মনে করে যে, সাধারণ তল্লাশি বা পরিদর্শন দ্বারা এই কার্যবিধির অধীন পরিচালিত কোনো অনুসন্ধান, বিচার বা অন্য কোনো প্রসিডিং এর উদ্দেশ্য সাধিত হবে,

তখন ইহা তল্লাশি পরোয়ানা ইস্যু করতে পারবে এবং যে ব্যক্তির উপর এই পরোয়ানা নির্দেশিত হবে তিনি পরোয়ানা ও অতঃপর বর্ণিত বিধান অনুসারে তল্লাশি বা পরিদর্শন করতে পারবেন।

[Where any Court has reason to believe that a person to whom a summons or order under section 94 or a requisition under section 95, sub-section (1), has been or might be addressed, will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition,
or where such document or thing is not known to the Court to be in the possession of any person,
or where the Court considers that the purposes of any inquiry, trial or other proceeding under this Code will be served by a general search or inspection,
it may issue a search-warrant; and the person to whom such warrant is directed, may search or inspect in accordance therewith and the provisions hereinafter contained.]

২) এখানে বর্ণিত কোনো কিছুই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাক বা তার কর্তৃপক্ষের হেফাজতে অবস্থিত কোনো দলিল, পার্সেল বা অন্য কোনো বস্তু তল্লাশির জন্য পরোয়ানা মঞ্জুর করার কর্তৃত্ব দিবে না। [Nothing herein contained shall authorize any Magistrate other than a District Magistrate, Chief Judicial Magistrate, as the case may be or Chief Metropolitan Magistrate to grant a warrant to search for a document, parcel or other thing in the custody of the Postal or Telegraph authorities.]

ধারা ৯৭ : পরোয়ানা জারিতে বাধা প্রদানের ক্ষমতা [Power to restrict warrant] : আদালত প্রয়োজন মনে করলে পরোয়ানায় কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা উহার অংশ বিশেষ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিতে পারবে এবং তল্লাশি বা পরিদর্শন কেবল মাত্র উক্ত স্থান বা উহার অংশবিশেষের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে এবং যে ব্যক্তির উপর উক্ত পরোয়ানা কার্যকর করার দায়িত্ব থাকবে, তিনি কেবলমাত্র সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত স্থান বা অংশবিশেষ তল্লাশি বা পরিদর্শন করবেন।

ধারা ৯৮ : চোরাই মাল, জাল দলিল ইত্যাদি আছে বলে সন্দেহ হলে সেই বাড়ি তল্লাশি [Search of house] : ১) কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা এই বিষয়ে সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর যদি এরূপ বিশ্বাস করার কারণ দেখতে পান যে, কোনো স্থানে চোরাই মাল জমা রাখা বা বিক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়;

অথবা জাল দলিল, নকল সিল বা জাল স্ট্যাম্প বা মুদ্রা, অথবা মুদ্রা বা স্ট্যাম্প জাল বা নকল করার বা জালিয়াতি করার যন্ত্রপাতি বা সাজ-সরঞ্জাম জমা রাখা, বিক্রয় বা প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়;

অথবা কোনো স্থানে জাল দলিল নকল সিল বা নকল স্ট্যাম্প বা মুদ্রা অথবা মুদ্রা বা স্ট্যাম্প জাল বা নকল করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম রাখা বা জমা রাখা হয়;

অথবা কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা এই বিষয়ে সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর যদি এরূপ বিশ্বাস করার কারণ দেখতে পান যে, কোনো স্থানে দণ্ডবিধির **২৯২** ধারায় বর্ণিত অশ্লীল বস্তু জমা রাখা, বিক্রয়, প্রস্তুত বা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, অথবা কোনো স্থানে এরূপ কোনো অশ্লীল বস্তু রাখা হয় বা জমা রাখা হয়;

তাহলে তিনি পরোয়ানা প্রদান করে কনস্টেবল পদের উপরে কোনো পুলিশ অফিসারকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা দিতে পারবেন-
ক) প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য নিয়ে এরূপ স্থানে প্রবেশ করার; এবং

খ) পরোয়ানায় বর্ণিত উপায়ে উক্ত স্থানের তল্লাশি করার; এবং

গ) সেখানে প্রাপ্ত কোনো সম্পত্তি, দলিল, সিল, ষ্ট্যাম্প বা

মুদ্রা সেগুলিকে তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে চোরাই, বেআইনিভাবে সংগৃহীত, জাল, মিথ্যা বা নকল বলে মনে করেন এবং উপরোক্ত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম অথবা কোনো অশ্লীল বস্তুর দখল গ্রহণ করার এবং

ঘ) এরূপ সম্পত্তি, দলিল, সিল, স্ট্যাম্প, মুদ্রা যন্ত্রপাতি বা সাজ-সরঞ্জাম অথবা অশ্লীল বস্তু কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করার অথবা অপরাধীকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ম্যাজিস্ট্রেটর নিকট হাজির করা না হয় ততক্ষণ যাবৎ উহা ঘটনাস্থলে পাহারা দেওয়ার অথবা অন্য কোনোভাবে উহা কোনো নিরাপদ স্থানে রাখার এবং

ঙ) এরূপ কোনো সম্পত্তি চোরাই বা অন্য কোনো উপায়ে বেআইনিভাবে সংগৃহীত অথবা এরূপ দলিল, সিল, স্ট্যাম্প, মুদ্রা, যন্ত্রপাতি বা সাজ-সরঞ্জাম জাল, মিথ্যা বা নকল; অথবা এরূপ যন্ত্রপাতি বা সাজ-সরঞ্জাম মুদ্রা বা স্ট্যাম্প নকল বা জাল করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বা হবে; অথবা এরূপ অশ্লীল বস্তু বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া, বণ্টন, প্রকাশ্যে প্রদর্শন, প্রচার, আমদানি বা রপ্তানি করা হয়েছে বা হবে বলে জেনে; অথ বা এরূপ সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে জেনে; অথবা এরূপ সম্পত্তি দলিল, সিল, স্ট্যাম্প, মুদ্রা, যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম বা অশ্লীল বস্তু জমা রাখা বিক্রয় বা তৈরি করার বা রাখার সাথে জড়িত আছে বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত এরূপ প্রত্যেকটি লোককে গ্রেফতার করার এবং কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে যাবার।

২) এই ধারায় বর্ণিত বিধান নিম্নলিখিত বিষয়ে-
ক) জাল মুদ্রা,

খ) জাল বলে সন্দেহযুক্ত মুদ্রা এবং

গ) মুদ্রা জাল করার যন্ত্রপাতি বা সাজ-সরঞ্জাম সম্পর্কিত ব্যবস্থা যথাসম্ভব যথাক্রমে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে–

> অ. ১৮৮৯ সালের টোকেনস আইন লঙ্ঘন করে তৈরি অথবা, ১৯৬৯ সালের সমুদ্র শুল্ক আইনের ১৬ ধারার অধীন প্রদত্ত বর্তমানে বলবৎ কোনো বিজ্ঞপ্তি লঙ্ঘন করে বাংলাদেশে আনীত কোনো ধাতব খণ্ড;
>
> আ. এভাবে তৈয়ারি করা বা এভাবে বাংলাদেশে আনীত বলে সন্দেহযুক্ত অথবা উপযুক্ত আইন দুইটির প্রথমটি লঙ্ঘন করে ইস্যু করা হবে বলে ধাতব খণ্ড এবং
>
> ই. উক্ত আইন লঙ্ঘন করে ধাতব খণ্ড তৈয়ারির যন্ত্রপাতি বা সাজ-সরঞ্জাম।

ধারা ৯৯ : অধিক্ষেত্র বহির্ভূত স্থানে তল্লাশির সময় প্রাপ্ত জিনিস হস্তান্তর [Disposal of things found in search beyond jurisdiction] : যখন প্রদানকারী আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার বাইরে কোনো স্থানে তল্লাশি পরোয়ানা কার্যকর করতে গিয়ে যে সকল জিনিসের জন্য তল্লাশি করা হচ্ছে তার কোনোটি পাওয়া যায়; তখন অতঃপর বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে প্রণীত উহার তালিকাসহ উক্ত জিনিস অবিলম্বে পরোয়ানা প্রদানকারী আদালতে দাখিল করতে হবে। তবে এরূপ স্থান আদালত অপেক্ষা কোনো এখতিয়ারবান ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটতম হলে উক্ত তালিকা ও জিনিস অবিলম্বে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিল করতে হবে এবং অন্যরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সঙ্গত কারণ না থাকলে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত তালিকা ও জিনিস উক্ত আদালতে নিয়ে যাবার ক্ষমতা দিয়ে আদেশ দিবেন।

ধারা ৯৯ক : কতিপয় প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা এবং উহার জন্য তল্লাশি পরোয়ানা পাঠানোর ক্ষমতা [Power to declare certain publications forfeited and to issue search warrants for the same] : ১) যখন সরকারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো সংবাদপত্র বা পুস্তক বা কোনো দলিলে তা যেখানেই মুদ্রিত হোক না কেন, নিম্নলিখিত বিষয়ক থাকে-

ক) যে বিষয়ে প্রকাশ করা দণ্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫নং আইন) ১২৩ক বা ১২৪ক বা ১৫৩ক বা ২৯৫ বা ২৯৫ক বা ৫০৫ বা ৫০৫ক ধারায় দণ্ডনীয়; অথবা
খ) যে বিষয় বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সরকারের প্রধানমন্ত্রী সরকারের স্পিকার বা বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির মানহানিকর; অথবা
গ) যারা মারাত্মক শিষ্টাচারহীন বা গালিগালাজপূর্ণ বা অশ্লীল; অথবা
ঘ) কোনো শব্দ বা দৃশ্যমান তিরস্কার যা কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো শ্রেণির ব্যক্তিদেরকে আমলযোগ্য অপরাধ করতে উত্তেজিত করে বা করতে পারে।

তাহলে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ইহার মতামতের কারণ বর্ণনা করে এরূপ বিষয় সম্বলিত সংবাদপত্রের ইস্যু প্রত্যেক কপির শব্দ বা দৃশ্যমান তিরস্কার এবং এরূপ পুস্তকের প্রত্যেক কপি বা অন্য দলিল বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করতে পারবেন এবং অতঃপর যেকোনো পুলিশ অফিসার, উহা যে স্থানেই পাওয়া যাক না কেন, আটক করতে পারবেন এবং এরূপ সংবাদপত্র, পুস্তক বা অন্য দলিলের কোনো কপি যে স্থানে আছে বা থাকতে পারে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা যায়; যেকোনো ম্যাজিস্ট্রেট পরোয়ানা দ্বারা সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্ন পদের নয় এরূপ কোনো পুলিশ অফিসারকে সেখানে প্রবেশ এবং উহার জন্য তল্লাশির ক্ষমতা দিতে পারবেন।

২) (১) উপ-ধারায় ‘সংবাদপত্র’, ‘পুস্তক’ এবং ‘দলিল’ ১৯৭১ সালের প্রিন্টিং প্রেসেস এ্যান্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন এ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) (১৯৭৩ সালের ২৩) এ্যাক্ট-এর বর্ণিত অর্থের অনুরূপ অর্থ করবে।

ধারা ৯৯খ : বাজেয়াপ্তির আদেশ বাতিল করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন [Application to High Court Division to set aside order of forfeiture] : যে সংবাদপত্র, পুস্তক বা অন্য দলিল সম্পর্কে ৯৯ক ধারার অধীন বাজেয়াপ্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে তাতে যার কোনো স্বার্থ আছে তিনি উক্ত আদেশের তারিখ হতে দুই মাসের মধ্যে এই ভিত্তিতে

হাইকোর্টের নিকট উক্ত আদেশ বাতিল করার আবেদন করতে পারেন যে, যে সংবাদপত্র, পুস্তক বা অন্য দলিল সম্পর্কে উক্ত আদেশ দেওয়া হয়েছে; তাতে ৯৯ক ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত কোনো বিষয় বা শব্দ বা দৃশ্যমান উপস্থাপনা নাই।

ধারা ৯৯গ : বিশেষ বেঞ্চে শুনানি [Hearing by Special Bench] : তিনজন বিচারককে নিয়ে গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের স্পেশাল বেঞ্চ এরূপ প্রত্যেকটি আবেদন শ্রবণ করবেন এবং এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ধারা ৯৯ঘ [Order of Special Bench setting aside forfeiture] : বাজেয়াপ্তি রদ করার হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ: ১) আবেদনপত্র পাবার পর স্পেশাল বেঞ্চ যদি সন্তুষ্ট না হন যে, যে সংবাদপত্র বা অন্য দলিল সম্পর্কে আবেদন করা হয়েছে এতে ৯৯ক ধারার (১) উপ-ধারায় বর্ণিত কোনো বিষয় বা শব্দ বা দৃশ্যমান তিরস্কার আছে তাহলে বাজেয়াপ্তির আদেশ বাতিল করে দিবেন।

২) স্পেশাল বেঞ্চের বিচারকগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

ধারা ৯৯ঙ : সংবাদপত্রের প্রকৃতি বা প্রবণতা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য [Evidence to prove nature or tendency of newspapers] : যে সংবাদপত্র সম্পর্কে বাজেয়াপ্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে, উক্ত ব্যাপারে আবেদনপত্র শুনানিকালে উক্ত সংবাদপত্রে ব্যবহৃত শব্দ, চিহ্ন বা দৃশ্যমান বস্তুর প্রকৃতি বা ভাবধারা প্রমাণের জন্য উক্ত সংবাদপত্রের যেকোনো কপি সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

ধারা ৯৯চ : হাইকোর্ট বিভাগের পদ্ধতি [Procedure in High Court Division] : প্রত্যেকটি হাইকোর্ট বিভাগ যথাসম্ভব শীঘ্র এরূপ আবেদন, উহার ব্যয়ের পরিমাণ এবং এতদসম্পর্কে প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে বিধি প্রণয়ন করবেন এবং যতদিন পর্যন্ত এই বিধি প্রণয়ন করা না হয় ততদিন পর্যন্ত মোকদ্দমা ও আপিলের নিয়ম ব্যতীত প্রসিডিং-এ কোর্টের প্রচলিত নিয়ম প্রয়োগ করবেন।

ধারা ৯৯ছ : অধিক্ষেত্র বারিত [Jurisdiction barred] : ৯৯খ ধারায় বর্ণিত বিধান ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে ৯৯ক ধারার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

গ. বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তির জন্য তল্লাশি [Discovery of Persons Wrongfully Confined]

ধারা ১০০ : বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তি উদ্ধারের জন্য তল্লাশি [Search for persons wrongfully confined] : যখন কোনো মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আটক রাখা হয়েছে যে আটক রাখা অপরাধের সামিল তখন তিনি তল্লাশি পরোয়ানা প্রদান করতে পারবেন এবং যার প্রতি পরোয়ানাটি নির্দেশিত তিনি পরোয়ানা অনুসারে উক্ত আটক ব্যক্তির জন্য তল্লাশি করতে পারবেন, এবং সেই ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে তাকে অবিলম্বে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করতে হবে এবং অবস্থানুসারে যেরূপ মনে করেন সেরূপ উপযুক্ত আদেশ দিবেন। [If any Metropolitan Magistrate, Magistrate of the first class or an Executive Magistrate has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search- warrant, and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined; and such search shall be made in accordance therewith, and the person, if found, shall be immediately taken before a Magistrate, who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper.]

ঘ. তল্লাশি সম্পর্কে সাধারণ বিধানসমূহ [General Provisions Relating to Searches]

ধারা ১০১ : তল্লাশি পরোয়ানার নির্দেশ ইত্যাদি [Direction, etc., of search-warrants] : ৪৩, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮২, ৮৩ ও ৮৪ ধারার বিধানসমূহ যথাসম্ভব ৯৬, ৯৮, ৯৯ক ও ১০০ ধারার অধীন প্রদত্ত সকল তল্লাশি পরোয়ানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ধারা ১০২ : আবদ্ধ স্থানের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তল্লাশি করতে দিবে [Persons in charge of closed place to allow search] : ১) এই অধ্যায়ের অধীন তল্লাশি বা পরিদর্শনযোগ্য কোনো স্থান যদি বদ্ধ থাকে তাহলে তথায় বসবাসকারী বা উক্ত স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরোয়ানা জারিকারী অফিসার বা পরোয়ানা জারিকারী অন্য কোনো ব্যক্তি দাবি করলে ও পরোয়ানা দেখালে তাকে অবাধে তথায় প্রবেশ করতে দিবেন এবং তল্লাশির সকল প্রকার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ সুবিধা দিবেন।

২) যদি উক্ত স্থানে প্রবেশ করা না যায় তাহলে পরোয়ানা জারিকারী অফিসার বা পরোয়ানা জারিকারী অন্যকোন ব্যক্তি ৪৮ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে অগ্রসর হতে পারবেন।

৩) যে বস্তু সম্পর্কে তল্লাশি হওয়া উচিত উক্ত স্থানে বা স্থানের নিকটে থাকা কোনো ব্যক্তি তার দেহ লুকিয়ে রেখেছে বলে যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা যায় তাহলে সেই ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করা যাবে। এরূপ ব্যক্তি স্ত্রীলোক হলে ৫২ ধারার নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।

ধারা ১০৩ : সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালাতে হবে [Search to be made in presence of witnesses] : ১) এই অধ্যায়ের অধীন তল্লাশি চালানোর পূর্বে তল্লাশির জন্য প্রস্তুত অফিসার বা অন্যকোন ব্যক্তি যে স্থানে তল্লাশি চালানো হবে সেই এলাকার দুই বা ততোধিক সম্মানিত অধিবাসীকে

তল্লাশিতে হাজির থাকতে ও উহার সাক্ষী হতে আহ্বান জানাবেন এবং এরূপ করার জন্য তার বা তাদের যেকোনো একজনের প্রতি লিখিত আদেশ দিতে পারবেন। [Before making a search under this Chapter, the officer or other person about to make it shall call upon two or more respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.]

২) তাদের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালাতে হবে এবং উক্ত অফিসার বা অন্য ব্যক্তি তল্লাশির সময় জব্দকৃত সমস্ত জিনিস এবং যে সকল স্থানে ঐগুলি পাওয়া গেছে সেগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং উক্ত সাক্ষীগণ উক্ত তালিকায় স্বাক্ষর প্রদান করবেন। কিন্তু বিশেষভাবে সমন না দেওয়া হলে এই ধারার অধীন পরিচালিত তল্লাশি প্রত্যক্ষকারী কোনো সাক্ষীকে আদালতে সাক্ষী হিসেবে হাজির হবার প্রয়োজন হবে না। [The search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses; but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the Court as a witness of the search unless specially summoned by it.]

৩) **তল্লাশি স্থানের দখলকার উপস্থিত থাকতে পারেন [Occupant of place searched may attend] :** তল্লাশি স্থানের দখলকার বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তল্লাশির সময় হাজির থাকার অনুমতি দিতে হবে এবং এরূপ দখলকারী বা এরূপ ব্যক্তির অনুরোধে তাকে এই ধারার অধীন প্রণীত ও উক্ত সাক্ষীগণের স্বাক্ষরিত তালিকার একটি অনুলিপি দিতে হবে। [The occupant of the place searched, or some person in his behalf, shall, in every instance, be permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared under this section, signed by the said witnesses, shall be delivered to such occupant or person at his request.]

৪) যখন কোনো ব্যক্তিকে ১০২ ধারার (৩) উপধারার অধীন তল্লাশি করা হবে তখন যে সকল জিনিসের দখল গ্রহণ করা হলো তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং সেই ব্যক্তি অনুরোধ করলে তাকে উহার একটি অনুলিপি প্রদান করতে হবে। [When any person is searched under section 102, sub-section (3), a list of all things taken possession of shall be prepared, and a copy thereof shall be delivered to such person at his request.]

৫) লিখিত আদেশ দ্বারা আহ্বান করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এই ধারার অধীন পরিচালিত কোনো তল্লাশিতে হাজির হতে এবং সাক্ষী হতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন; তবে তিনি দণ্ডবিধির ১৮৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধ করেছেন বলে বিবেচনা করতে হবে। [Any person who, without reasonable cause, refuses or neglects to attend and witness a search under this section, when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him, shall be deemed to have committed an offence under section 187 of the Penal Code.]

ঙ. বিবিধ [Miscellaneous]

ধারা ১০৪ : দাখিলকৃত দলিল ইত্যাদি আটক করা [Power to impound document, etc., produced] : কোনো আদালত উপযুক্ত মনে করলে এই কার্যবিধির অধীন উক্ত আদালতে পেশকৃত কোনো দলিল বা বস্তু আটক রাখতে পারবেন। [Any Court may, if it thinks fit, impound any document or thing produced before it under this Code.]

ধারা ১০৫ : ম্যাজিস্ট্রেট তার উপস্থিতিতে তল্লাশির আদেশ দিতে পারবেন [Magistrate may direct search in his presence] : কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী বা জুডিসিয়াল হোক, এরূপ কোনো স্থানে তার উপস্থিতিতে তল্লাশি করার নির্দেশ দিতে পারেন; যে স্থান তল্লাশির জন্য তিনি পরোয়ানা প্রদান করতে উপযুক্ত। [Any Magistrate, whether Executive or Judicial may direct a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue a search-warrant.]

ইন্টিগ্রেটেড ওয়েবসাইটে পরীক্ষা দিন [ফ্রি/পেইড]

উপরোক্ত লেকচারটি পড়ার পর সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোর ওপর বেসিক এমসিকিউ অনুশীলন করুন পাশে থাকা কিউআর কোডটি স্ক্যান করে। বেসিক পরীক্ষাগুলো ফ্রি থাকছে।

এই লেকচারের ওপর সর্বোচ্চ মানসম্মত প্রশ্ন অনুশীলন করতে, হ্রাসকৃত মূল্যে আজই মেম্বারশিপ নিন ainkanoonbd.com ওয়েবসাইটে। [পেইড সার্ভিস]

এই লেকচারের পেইড অনলাইন ভার্সন যেকোনো সময় যেকোনো পরিস্থিতিতে অনলাইনে পড়তে পাশের কিউ আর কোডটি স্ক্যান করুন। [পেইড সার্ভিস]

পেইড সার্ভিস নিতে ফোন দিন : ০১৩০৯-৫৪১৫৬৫

লেকচার : ০৪

ধারা : ১০৬-১৫৩

কার্যবিধির চতুর্থ ভাগ : ৮-১৩ নং অধ্যায়

শান্তি রক্ষা ও সদাচরণের জন্য মুচলেকা, জরুরি ক্ষেত্রে অস্থায়ী আদেশ, স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ, বেআইনি সমাবেশ, অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিকার ইত্যাদি

ম্যাপিং : পত্র-পত্রিকা পড়েন বা দেশের খবর নিয়মিত রাখেন তাদের সবার কাছেই ১৪৪ ধারা জারি হবার খবর একটা কমন খবর। ১৪৪ ধারা জারি করা হয় যেন একটি নির্দিষ্ট স্থানে আশঙ্কাজনক কোনো বিপদ না ঘটতে পারে। ধরা যাক, দেশের প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল একই দিনে একই স্থানে সমাবেশ বা জনসভা ডেকেছে। সেখানে চরম প্রতিপক্ষমূলক দল দুইটির জনসভাকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে এমন আশঙ্কায় ১৪৪ ধারা জারি করে উভয় পক্ষকেই সেখানে হাজির হওয়া থেকে এবং অনাকাঙ্খিত কিছু ঘটা থেকে বিরত রাখা হয়। তার মানে একটি অপরাধ বা শান্তি বিঘ্নিত হবার সম্ভাব্য একটি ঘটনাকে আগেই প্রতিরোধ করা হয়। এই বিষয়টিই আমাদের এবারের আলোচনা।

১০৬ ধারা থেকে ১৫৩ ধারা পর্যন্ত বিস্তৃত এই অংশটি। এটি ফৌজদারি কার্যবিধির চতুর্থ ভাগ। চতুর্থ ভাগের প্রধান শিরোনাম হলো – 'অপরাধ দমন' [Prevention of offences]। বার কাউন্সিলের সিলেবাসে এই চতুর্থ ভাগের ধারাসমূহের টপিকগুলোও বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত আছে। বার কাউন্সিলের সিলেবাসে যেভাবে উল্লেখ আছে সেভাবে আপনাদের পারসেপশনের জন্য এটি তুলে দিলাম। দেখুন এবং বুঝুন। সিলেবাসে উল্লেখ করা বিষয়গুলো নিম্নরূপ –

১. শান্তিরক্ষা ও সদাচরণের জন্য মুচলেকা [Security for keeping the peace and for good behaviour] [এটি অষ্টম অধ্যায়, যার বিস্তৃতি ১০৬ থেকে ১২৬ক ধারা পর্যন্ত]

২. জরুরি পরিস্থিতিতে অস্থায়ী আদেশ [Temporary order in urgent cases] [এটি একাদশতম অধ্যায়; এখানে মাত্র একটিই ধারা; ধারা ১৪৪]

৩. স্থাবর সম্পত্তির সংক্রান্ত বিরোধ [Dispute as to immovable property] [এটি বারোতম অধ্যায়; ১৪৫ থেকে ১৪৮ ধারা পর্যন্ত]

৪. অপরাধ দমন [Prevention of offences]। [এটি মূলত পুরো চতুর্থ ভাগের কথাই বলেছে, তথা, ১০৬ থেকে ১৫৩ ধারা পর্যন্ত সব ধারা]

কী বুঝলেন? প্রথম তিনটি টপিকে অষ্টম, এগারো এবং বারোতম অধ্যায়ের নির্দেশ করেছে সিলেবাসে। অন্যদিকে, নবম, দশম এবং তেরোতম অধ্যায়ের কথা না বললেও পুরো চতুর্থ ভাগের মূল শিরোনামকেই উল্লেখ করেছে। এর অর্থ এটিই যে, চতুর্থ ভাগের সবকিছুই আমাদেরকে পড়তে হবে। বাদ দেবার কোনো সুযোগ নেই। সিলেবাসটি আরেকটু গুছিয়ে বলাই যেতো। অসতর্কতাবশত সম্ভবত এভাবে উল্লেখ করেছে বার কাউন্সিলের সিলেবাসে। মোদ্দাকথায়, ফৌজদারি কার্যবিধির কোনো ধারা বা অধ্যায় বাদ দেবার সুযোগ নেই।

যাইহোক, তার মানে হলো চতুর্থ ভাগটির অন্তর্গত অষ্টম অধ্যায় থেকে তেরোতম অধ্যায়, তথা ১০৬ থেকে ১৫৩ ধারা পর্যন্ত সবকিছুই আমাদের আলোচ্য।

মজার একটি দিক লক্ষ্যণীয় যে, ফৌজদারি কার্যবিধি আদালতের কার্যপদ্ধতি হলেও এখানে দেখা যায় যে, অপরাধ দমন বিষয়ক ইস্যুও এখানে আলোচিত হয়েছে। এটি অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই কারণে যে, কোনো ন্যায়বিচার নিশ্চিতের জন্য এবং কোনো প্রতিকারপ্রার্থীকে বিচার পাইয়ে দেবার জন্যই একটি আদালত কাজ করে থাকে। কিন্তু, আদালত স্রেফ কোনো একটি অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার অপেক্ষা করে বসে থাকবে ব্যাপারটি এমন নয়; বরং সুযোগ থাকলে কোনো একটি অপরাধকে শুরুতেই দমন করাও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর সেই অপরাধ দমন সংক্রান্তে সরাসরি আদালতকে দিয়ে না হলেও বিচার ও প্রশাসন বিভাগের একটি অংশকে এই কাজে ব্যাপৃত করা হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির এই চতুর্থ ভাগে কী কী আছে এবং এই ধারাগুলোর বিস্তৃতি কীরূপ সেটি দেখে নেওয়া উচিত আপনাদের। রিভিশন বুকের ৬৩ নং পৃষ্ঠায় সে সংক্রান্ত ছকটি দেখে নিন।

মূল আলোচনা

শান্তিরক্ষা-সদাচরণের জন্য মুচলেকা : ১০৬-১২৬ক ধারা

এই অধ্যায়ের বেশিরভাগ ধারায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের ভূমিকা সম্পর্কে জানা যাবে। তারাই প্রধানত অপরাধ দমনে ভূমিকা রাখতে এখতিয়ারাবান। এ বিষয়ে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা শুধুই তখন যখন কিনা কোনো মামলা তার বা তাদের কাছে বিচারাধীন থাকে। শুধুই ১০৬ ধারাতেই জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের অপরাধ দমনে ভূমিকার কথা বলা আছে; অন্যান্য ধারাসমূহে মূলত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের ভূমিকা বা এখতিয়ার বর্ণিত আছে।

১০৬ ধারা থেকে **১২৬ক** ধারা পর্যন্ত ধারাগুলোতে শান্তিরক্ষা ও সদাচরণের মুচলেকা সংক্রান্ত বিষয় বলা আছে। কিন্তু, লক্ষ্য রাখবেন যে, এটি তিনটি উপশিরোনামে তিনটি অংশে বিভক্ত। কথা বেশি না বাড়িয়ে মূল ধারাসমূহে চলে যাই আমরা। ১০৬ ধারাটি একটা রিডিং দেন প্রথমে।

চতুর্থ ভাগ

অপরাধ দমন [Prevention of offences]

অষ্টম অধ্যায়

শান্তিরক্ষা ও সদাচরণের জন্য মুচলেকা প্রসঙ্গে [Of Security for keeping the Peach and Good Behaviour]

ক. দণ্ডিত হবার পর শান্তিরক্ষার মুচলেকা [Security for keeping the Peach on Conviction]

ধারা ১০৬ : দণ্ডিত হবার পর শান্তিরক্ষার মুচলেকা [Security for keeping the peach on conviction] : ১) ১৪৩, ১৪৯, ১৫৩ক অথবা ১৫৪ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ ব্যতীত যখন কোনো ব্যক্তি **দণ্ডবিধির অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত কোনো অপরাধ** অথবা আঘাত বা শান্তিভঙ্গের প্রশ্ন সম্বলিত অন্য কোনো অপরাধ অথবা উহার উস্কানি দেওয়া অথবা ভীতি প্রদর্শনের অপরাধের অভিযুক্ত হয়ে হাইকোর্ট বিভাগ, দায়রা আদালত অথবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হয় এবং উক্ত আদালত এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত ব্যক্তির নিকট হতে শান্তি রক্ষার জন্য মুচলেকা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তখন উক্ত আদালত উক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডদান করার সময় তাকে **তিন বছরের অনধিক যেকোনো সময়ের জন্য** শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে জামিনদারসহ অথবা ব্যতীত তার সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেকোনো পরিমাণ অর্থের জন্য একটি মুচলেকা সম্পাদনের আদেশ দিতে পারবেন। [Whenever any person accused of any offence punishable under Chapter VIII of the Penal Code, other than an offence punishable under section 143, section 149, section 153A or section 154 thereof, or of assault or other offence involving a breach of the peace, or of abetting the same, or any person accused of committing criminal intimidation, is convicted of such offence before High Court Division, a Court of Session, or the Court of a Metropolitan Magistrate, or a Magistrate of the first class, and such Court is of opinion that it is necessary to require such person to execute a bond for keeping the peace, such Court may, at the time of passing sentence on such person, order him to execute a bond for a sum proportionate to his means, with or `without sureties, for keeping the peace during such period, not exceeding three years, as it thinks fit to fix.]

২) আপিল বা অন্য কোনো উপায়ে যদি দণ্ড বাতিল হয়ে যায় তাহলে উক্তরূপে সম্পাদিত মুচলেকা নাকচ হয়ে যাবে।

৩) ৪০৭ ধারা মোতাবেক আপিল শ্রবণকারী আদালতসহ কোনো আপিল আদালত অথবা রিভিশনের ক্ষমতা প্রয়োগকারী হাইকোর্ট বিভাগ এই ধারার অধীন আদেশ দিতে পারবেন।

অর্থাৎ কেউ যদি –

১. হাইকোর্ট বিভাগ,
২. দায়রা জজের আদালত,
৩. মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত,
৪. ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

– কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তা যদি আঘাত, উস্কানি, শান্তিভঙ্গ, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি সম্পর্কিত হয়, তবে প্রয়োজনবোধে তাকে শান্তিরক্ষার জন্য মুচলেকা প্রদান করতে আদেশ দিতে পারেন, উক্ত সেই দণ্ডপ্রদানকারী আদালতটি।

১. এই আদেশ ৩ বছরের বেশি সময়ের জন্য হবে না।
২. জামিনদার সহ অথবা জামিনদার ব্যতীত যেকোনো পরিমাণ অর্থের জন্য এই মুচলেকার আদেশ দিতে পারে।
৩. কোনো কারণে দণ্ড বাতিল হলে উক্ত মুচলেকা বাতিল হয়ে যাবে আপনাআপনি।
৪. যেকোনো আপিল আদালতও আপিল চলাকালেও এরূপ মুচলেকার আদেশ দিতে পারে।
৫. যেকোনো রিভিশন আদালতও রিভিশন চলাকালেও এরূপ মুচলেকার আদেশ দিতে পারে।

– এইটুকুই মোদ্দাকথা ১০৬ ধারার।

এবার ১০৭ ধারা। ১০৭ ধারা থেকে ১১৯ ধারা পর্যন্ত এই অংশের খ অংশ, যার প্রধান উপশিরোনাম 'অন্যান্য ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা ও সদাচরণের মুচলেকা'। ১০৬ ধারায় [ক অংশের একমাত্র ধারা] আমরা পড়লাম দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি মুচলেকা গ্রহণ প্রসঙ্গে এবং এই আদেশ দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের পরিচয় প্রসঙ্গে। কিন্তু একজন দণ্ডপ্রাপ্ত নয়, বা গ্রেফতারকৃত নয় বা কোনো মামলায় অভিযুক্ত নয়, কিন্তু তার দ্বারা শান্তি ভঙ্গ, বা ভীতি প্রদর্শন বা উস্কানির মতো অপরাধ ঘটতে পারে যা কিনা সমাজে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে– সেক্ষেত্রে কী হবে? কে এই আদেশ দেবেন? কিভাবে দেবেন? এইসব প্রসঙ্গই আলাপ করা আছে ১০৭ ধারায়।

এরূপ ক্ষেত্রে **জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট** এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উক্ত ব্যক্তিকে **কারণ দর্শাতে বলবেন এই মর্মে যে, কেন তাকে অনধিক ১ বছরের জন্য শান্তি রক্ষার মুচলেকার আদেশ** দেওয়া হবে না। এটি জামিনদার সহ অথবা তা ব্যতীত হতে পারে। এখানে আরো বেশ কিছু বিষয় সুনির্দিষ্ট করা আছে। যেমন, উক্ত ব্যক্তি যে এলাকার বাসিন্দা এবং শান্তিভঙ্গ যেখানে ঘটতে পারে, সেটি

যদি একই এলাকায় হয় তবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং যদি ভিন্ন এলাকা হয় তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত কারণ দর্শানোর আদেশ দেবেন।

১০৭ ধারার ৩ উপধারার মূল কথাটা হলো– যদি কারণ দর্শানোর আগেই প্রয়োজন উপলব্ধ হয় যে, উক্ত ব্যক্তিকে আটক না করা হলে শান্তিভঙ্গ প্রতিরোধ করা যাবে না, সেক্ষেত্রে অবিলম্বে গ্রেফতারের পরোয়ানা সম্বলিত নোটিশ ক্ষমতাবান সংশ্লিষ্ট কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন এবং ৪ উপধারা মতে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বিচারিক ক্ষমতাবলে তাকে আটক রাখতে পারবেন। এটুকুই ১০৭ ধারার মূল কথা! মূল ধারাটি পড়ে নিন এবার।

খ. অন্যান্য ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা ও সদাচরণের মুচলেকা [Security for keeping the peach in the Cases and Security for Good Behaviour]

ধারা ১০৭ : অন্যান্য ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার মুচলেকা [Security for keeping the peace in other cases] : ১) যখন কোনো **জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে** জানানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি সম্ভবত শান্তিভঙ্গ করতে পারে বা সর্বসাধারণের প্রশান্তি বিনষ্ট করতে পারে অথবা এমন কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে যার ফলে সম্ভবত শান্তিভঙ্গ হতে পারে বা সর্বসাধারণের প্রশান্তি বিঘ্ন হতে পারে তখন উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে, ব্যবস্থা গ্রহণের পর্যাপ্ত পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তিকে কেন এক বছরের অনধিক কাল শান্তি রক্ষার জন্য জামিনদারসহ বা ব্যতীত একটি মুচলেকা সম্পাদনের আদেশ দেওয়া হবে না, **তার কারণ দর্শাতে বলবেন**। [Whenever a District Magistrate or any other Executive Magistrate] is informed that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace, or disturb the public tranquillity, the Magistrate if in his opinion there is sufficient ground for proceeding may, in manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond, with or without sureties, for keeping the peace for such period not exceeding one year as the Magistrate thinks fit to fix.]

২) যাদের বিরুদ্ধে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সে ব্যক্তি অথবা যে স্থানে শান্তিভঙ্গ বা প্রশান্তি বিনষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, সে স্থান উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানীয় এখতিয়ারের সীমার মধ্যে না হলে এই ধারার অধীনে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংবাদ দেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তি এবং যে স্থান শান্তিভঙ্গ বা প্রশান্তি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে সেই স্থান উভয়ই ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে না হলে **জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কার্যপ্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাবে না**। [Proceedings shall not be taken under this section unless either the person informed against or the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended, is within the local limits of such Magistrate's jurisdiction, and no proceedings shall be taken before any Magistrate, other than the District Magistrate, unless both the person informed against and the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended, are within the local limits of the Magistrate's jurisdiction.]

৩) ম্যাজিস্ট্রেটকে (১) উপধারার অধীন ক্ষমতা প্রদান করা না হলে তখনকার পদ্ধতি [Procedure of Magistrate not empowered to act under sub-section (1)] : যে ম্যাজিস্ট্রেটের ১ উপধারার অধীন কাজ করার ক্ষমতা নাই, তিনি যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে করেন যে, কোনো ব্যক্তি সম্ভবত শান্তিভঙ্গ করতে পারে বা সর্ব সাধারণের শান্তি বিনষ্ট করতে পারে অথবা এমন কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে যার ফলে সম্ভবত শান্তিভঙ্গ হতে পারে অথবা সর্বসাধারণের প্রশান্তি বিনষ্ট হতে পারে এবং উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা ব্যতীত উক্ত শান্তিভঙ্গ অথবা প্রশান্তি বিনষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করা যায় না, তাহলে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কারণ লিপিবদ্ধ করে তাকে গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা প্রদান করতে পারবেন, (উক্ত ব্যক্তি যদি ইতোমধ্যে হেফাজতে না থাকে বা আদালতে হাজির না থাকে) এবং নকলসহ তাকে এই ব্যাপারে ক্ষমতাবান কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন। [When any Magistrate not empowered to proceed under sub-section (1) has reason to believe that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act that may probably occasion a breachof the peace or disturb the public tranquillity and that such breach of the peace or disturbance cannot be prevented otherwise than by detaining such person in custody, such Magistrate may, after recording his reasons, issue a warrant for his arrest (if he is not already in custody or before the Court), and may send him before a Magistrate empowered to deal with the case, together with a copy of his reasons.]

৪) যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট (৩) উপধারার অধীন কোনো ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয় তিনি এই অধ্যায়ের অধীন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সময় পর্যন্ত তার বিচারিক ক্ষমতা বলে তাকে আটক রাখতে পারবেন। [A Magistrate before whom a person is sent under sub-section (3) may in his discretion detain such person in custody pending further action by himself under this Chapter.]

১০৮, ১০৯ এবং ১১০ ধারায় যথাক্রমে **রাষ্ট্রদ্রোহিতা, ভবঘুরে ও সন্দেহভাজন এবং অভ্যাসগত অপরাধীদের** সদাচরণের বা শান্তিরক্ষার জন্য মুচলেকা গ্রহণের আদশ দিতে পারবেন–

এই বিধান বর্ণিত আছে। ধারাগুলো রিডিং দেন সিম্পলি, দণ্ডবিধির কোনো অপরাধের কথা সুনির্দিষ্ট করা থাকলে সেগুলো নোট করে রাখুন গুছিয়ে। ১১০ ধারা পর্যন্ত ইস্যুগুলো মনে রাখতে পারলেই মুচলেকা সংক্রান্ত বেসিক আইডিয়া সম্পন্ন হয়ে যায়। রিভিশন বুকের ৬৪ পৃষ্ঠায় থাকা ছকটি মনে রাখবেন সারসংক্ষেপ আকারে।

ধারা ১০৮ : রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বিষয় প্রচারকারী ব্যক্তির সদাচরণের মুচলেকা [Security for good behaviour from persons disseminating seditious matter] : যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা এই বিষয়ে সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট জানতে পারেন যে, তার এখতিয়ারের মধ্যে কোনো ব্যক্তি লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে বা অন্য কোনো উপায়ে উক্ত সীমার ভিতরে বা বাইরে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচার করছে বা প্রচারের চেষ্টা করছে বা সহায়তা করছে-

ক) কোনো রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক বিষয়, অর্থাৎ যা প্রচার করা **দণ্ডবিধির ১২৩ক বা ১২৪ক ধারার অধীন দণ্ডনীয়;** অথবা [any seditious matter, that is to say, any matter the publication of which is punishable under section 123A or section 124A of the Penal Code, or]

খ) কোনো বিষয় যা প্রচার করা **দণ্ডবিধির ১৫৩ক ধারার অধীন দণ্ডনীয়;** অথবা [any matter the publication of which is punishable under section 153A of the Penal Code, or]

গ) কোনো বিচারকের ব্যাপারে কোনো বিষয় যা দণ্ডবিধির অধীন **অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন বা মানহানির সামিল;** [any matter concerning a Judge which amounts to criminal intimidation or defamation under the Penal Code,]

তখন উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে, ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে, তাহলে তিনি (অতঃপর বর্ণিত উপায়ে যে সময় নির্ধারণ যথাযথ নির্ধারণ করেন অনধিক এক বছরের জন্য উক্ত ব্যক্তি সদাচরণের নিমিত্ত জামিনদারসহ বা ব্যতীত একটি মুচলেকা কেন সম্পাদন করবেন না তার কারণ দর্শাতে বলবেন।) সরকার বা সরকারের নিকট হতে এই ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো অফিসারের আদেশ বা কর্তৃত্ব ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে এর বিধানানুসারে রেজিস্ট্রিকৃত এবং উক্ত নিয়মাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত কোনো প্রকাশনের সম্পাদক, মালিক, মুদ্রাকর অথবা প্রকাশকের বিরুদ্ধে এই ধারার অধীন উক্ত প্রকাশনের মুদ্রিত কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

ধারা ১০৯ : ভবঘুরে ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সদাচরণের মুচলেকা [Security for good behaviour from vagrants and suspected persons] : যখন কোনো **জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট** এই মর্মে খবর পান যে,

ক) ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোনো ব্যক্তি নিজের উপস্থিতি গোপন করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করছে এবং এরূপ বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, উক্ত ব্যক্তি কোনো অপরাধ করার জন্য এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করছে; অথবা [that any person is taking precautions to conceal his presence within the local limits of such Magistrate's jurisdiction, and that there is reason to believe that such person is taking such precautions with a view to committing any offence, or]

খ) উক্ত সীমার মধ্যে এরূপ কোনো ব্যক্তি রয়েছে যার জীবিকা নির্বাহের কোনো প্রকাশ্য পন্থা নাই অথবা যে ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পারে না; [that there is within such limits a person who has no ostensible means of subsistence, or who cannot give a satisfactory account of himself,]

তাহলে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট অতঃপর বর্ণিত উপায়ে যে সময় নির্ধারণ যথাযথ মনে করেন **অনধিক এক বছর কালের জন্য** উক্ত ব্যক্তি সদাচরণের নিমিত্ত জামিনদারসহ বা ব্যতীত একটি মুচলেকা কেন সম্পাদন করবেন না তার কারণ দর্শাতে বলবেন।

ধারা ১১০ : অভ্যাসগত অপরাধীদের সদাচরণের মুচলেকা [Security for good behaviour from habitual offenders] : যখন কোনো **জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট** খবর পান যে, তার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোনো ব্যক্তি-

ক) অভ্যাসগতভাবে দস্যু, গৃহ-ভঙ্গকারী, চোর বা জালিয়াত; অথবা

খ) চোরাই জেনেও অভ্যাসগতভাবে চোরাই মাল গ্রহণকারী; অথবা

গ) অভ্যাসগতভাবে চোরদের রক্ষা করে থাকে, বা আশ্রয় দিয়ে থাকে অথবা চোরাই মাল গোপন করতে বা হস্তান্তর করতে সাহায্য করে থাকে; অথবা

ঘ) অভ্যাসগতভাবে লোক অপহরন, ব্যক্তি হরণ, বলপূর্বক সম্পত্তি গ্রহণ, প্রতারণা বা ক্ষতিসাধন অথবা দণ্ডবিধির দ্বাদশ অধ্যায় অথবা উক্ত বিধির ৪৮৯ক, ৪৮৯খ ৪৮৯গ, অথবা ৪৮৯ঘ ধারায় দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ করে বা করার চেষ্টা করে বা উস্কানি দেয়; অথবা

ঙ) অভ্যাসগতভাবে শান্তিভঙ্গ সম্পর্কিত কোনো অপরাধ করে বা করার চেষ্টা করে বা উস্কানি দেয়; অথবা

চ) এরূপ দুর্দান্ত ও বিপজ্জনক প্রকৃতির যে জামানত ব্যতীত তাকে মুক্ত রাখা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।

[(a) is by habit a robber, house-breaker, thief, or forger, or

(b) is by habit a receiver of stolen property knowing the same to have been stolen, or

(c) habitually protects or harbours thieves or aids, in the concealment or disposal of stolen property, or

(d) habitually commits, or attempts to commit, or abets the commission of, the offence of kidnapping, abduction, extortion, cheating or mischief, or any offence punishable under Chapter XII of the Penal Code, or under section 489A, section 489B, section 489C or section 489D of that Code, or

(e) habitually commits, or attempts to commit, or abets the commission of, offences involving a breach of the peace, or

(f) is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to the community,]

তাহলে অতঃপর বর্ণিত উপায়ে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট যেরূপ সময় নির্ধারণ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ **অনধিক তিন বছর সময়ের জন্য** সদাচরণের নিমিত্ত জামিনদারসহ একটি মুচলেকা কেন সম্পাদন করবেনা তার কারণ দর্শাতে বলবেন।

আপনাদের জন্য কমনসেন্স সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন। ধরুন, একজন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির ৩ বছর জেল হয়েছে। তার কাছ থেকে ২ বছরের জন্য একটি মুচলেকাও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো– মুচলেকার ২ বছর কখন থেকে গণ্য হবে? ৩ বছর কারাভোগের পর নাকি উক্ত ৩ বছরের কারাভোগকালেই উক্ত ২ বছর গণ্য হবে?

সঠিক উত্তরটি ১২০ ধারাটি পড়ে খুঁজে নিন। এর বাইরে ১২৩ ধারাটি দেখে রাখুন। অবশিষ্ট ধারাগুলো গুরুত্ব কম দিলেও চলে। এই অংশে মুচলেকা সংক্রান্ত বিভিন্ন টেকনিক্যাল ও ছোট ছোট পদ্ধতিগত বিষয়গুলো আলাপ করা আছে। ধারাগুলো নিচে যুক্ত করা থাকলো। রিডিং দিয়ে রাখবেন অন্তত।

ধারা ১১১ : বাতিল।

ধারা ১১২ : যে আদেশ প্রদান করতে হবে [Order to be made] : যখন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট ১০৭, ১০৮, ১০৯ বা ১১০ ধারার অধীন কাজ করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর আদেশ দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন, তখন তিনি প্রাপ্ত খবরের সারাংশ, সম্পাদিতব্য মুচলেকার অর্থের পরিমাণ, উহা বলবৎ থাকার মেয়াদ, প্রয়োজনীয় জামিনদারের সংখ্যা, প্রকৃতি ও শ্রেণি (যদি থাকে) উল্লেখ করে একটি লিখিত আদেশ দিবেন। [When a Magistrate acting under section 107, section 108, section 109 or section 110 deems it necessary to require any person to show cause under such section, he shall make an order in writing, setting forth the substance of the information received, the amount of the bond to be executed, the term for which it is to be in force, and the number, character and class of sureties (if any) required.]

ধারা ১১৩ : আদালতে উপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কার্যপদ্ধতি [Procedure in respect of person present in Court] : যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হলো সে আদালতে হাজির থাকলে আদেশটি তাকে পড়ে কোনোতে হবে, অথবা সে যদি ইচ্ছা করে, তাহলে আদেশের সারমর্ম তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ধারা ১১৪ : আদালতে অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমন বা পরোয়ানা [Summons or warrant in case of person not so present] : এরূপ ব্যক্তি আদালতে হাজির না থাকলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে হাজির হবার নির্দেশ দিয়ে সমন প্রদান করবেন অথবা উক্ত ব্যক্তি যদি হেফাজতে থাকে তাহলে যে অফিসারের হেফাজতে সে আছে সেই অফিসারকে তাকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়ে পরোয়ানা প্রদান করবেন।

তবে শর্ত এই যে, যখন কোনো পুলিশ অফিসারের রিপোর্ট বা অন্য খবরে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রতীয়মান হয় যে (এই রিপোর্ট বা খবরের সারমর্ম ম্যাজিস্ট্রেট রেকর্ড করবেন) শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করার কারণ রয়েছে এবং উক্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে গ্রেফতার না করে উক্ত শান্তিভঙ্গ নিবারণ করা যায় না, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে গ্রেফতারের জন্য যেকোনো সময়ে পরোয়ানা প্রদান করতে পারবেন।

ধারা ১১৫ : সমন বা পরোয়ানার সাথে ১১২ ধারানুসারে প্রদত্ত আদেশের নকল সংযুক্ত থাকবে [Copy of order under section 112 to accompany summons or warrant] : ১১৪ ধারানুসারে প্রদত্ত প্রত্যেকটি সমন বা পরোয়ানার সাথে ১১২ ধারানুসারে প্রদত্ত আদেশের একটি নকল দিতে হবে এবং সমন বা পরোয়ানা জারিকারী বা নির্বাহকারী অফিসার যে ব্যক্তির উপর সমন জারি করা হলো বা গ্রেফতার করা হলো তাকে উক্ত নকল প্রদান করবেন।

ধারা ১১৬ : ব্যক্তিগত হাজিরা মওকুফ করার ক্ষমতা [Power to dispense with personal attendance] : শান্তি রক্ষার জন্য কোনো মুচলেকা সম্পাদনের আদেশ দেওয়া হবে না, এই মর্মে যাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট পর্যাপ্ত কারণ আছে বলে মনে করলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়া হতে রেহাই দিতে পারবেন এবং কৌসুলির মাধ্যমে হাজির হবার অনুমতি দিতে পারবেন।

ধারা ১১৭ : খবরের সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান [Inquiry as to truth of information] : ১) যখন আদালতে উপস্থিত কোনো ব্যক্তিকে ১১২ ধারানুসারে প্রদত্ত আদেশ ১১৩ ধারানুসারে পড়ে শুনানো হয়েছে অথবা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা ১১৪ ধারানুসারে প্রদত্ত সমন বা পরোয়ানা মোতাবেক যখন কোনো ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হয়েছে বা তাকে হাজির করা হয়েছে, তখন যে খবরের উপর ভিত্তি করে কাজ করা হয়েছে সেই খবরের সত্যতা সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট অনুসন্ধান করবেন এবং প্রয়োজনীয় আরও সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন।

২) যেক্ষেত্রে আদেশে শান্তিরক্ষার জন্য জামানত দাবি করা হয় এবং যেক্ষেত্রে আদেশে সাধারণের জন্য জামানত দাবি করা হয়, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মামলার বিচারের ক্ষেত্রে বিচার পরিচালনা ও সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য পরিচালনা ও সাক্ষ্য